২৫

দৈনিক বাংলা

তারিখ 11 FEB 1996
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৭

চট্টগ্রামে স্কুলগুলোতে ভর্তি সমস্যা প্রকট

স্টাফ রিপোর্টার ঃ চট্টগ্রাম।– নগরীতে অসংখ্য কে জি স্কুলসহ ব্যক্তিগত উদ্যোগে উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলেও ভর্তি সংকট কাটেনি। অপর বেশকিছু স্কুলে ভর্তির নামে মোটা অংকের চাঁদা আদায় করে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করানোর ফলে ভর্তি পরীক্ষায় মেধা যাচাই হচ্ছে না।

সম্প্রতি ছাত্রছাত্রী ভর্তির ক্ষেত্রে ডোনেশন প্রথা বাতিলের দাবীতে স্কুল ছাত্রছাত্রীদের এক মিছিল নগরী প্রদক্ষিণ করে সমাবেশ করে। দশম শ্রেণীর ছাত্রী ফারজানা লাইজুর সভানেত্রীতে বক্তব্য রাখেন স্কুল ছাত্র ত্বরফান আহ-মদ, শাকিল আহমদ, শারমিন ইয়াস-মিন, ইশতিয়াক মাওলা, কাকলী মজুমদার, ইবিনা হক প্রমুখ। স্কুল ছাত্ররা তাদের বক্তৃতায় বলেন–নগরীর বিভিন্ন স্কুলে ডোনেশন প্রথার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রী ভর্তির ব্যবস্থা বাতিলে সর-কারী হস্তক্ষেপ কামনা করেন। এই ব্যবস্থায় গরীব, মধ্যবিত্ত মেধাবী শিক্ষার্থীরা ভর্তি থেকে বঞ্চিত হয়।

এদিকে নগরীর মানসম্পন্ন স্কুলগুলোতে ভর্তির জন্য সীটের তুলনায় কয়েকগুণ বেশী ছাত্রছাত্রী ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে সুযোগ না পেয়ে বিভিন্ন তদ্বির করছে। বন্দর নগরীতে ৮টি সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, ৭১টি বেসরকারী উচ্চ বিদ্যালয় এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নিয়ন্ত্রিত ২২টি উচ্চ বিদ্যালয় রয়েছে। সরকারী স্কুলগুলোতে নির্ধারিত সীটে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করে ২ শিফট চালুর চিন্তা-ভাবনা করা হচ্ছে। কয়েকটি স্কুলে ইতিমধ্যে ২ শিফট চালু হয়েছে।

বেসরকারী স্কুলগুলোতে কোন নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করে চাহিদার অতিরিক্ত ছাত্রছাত্রী ভর্তি করানো হয়েছে। এক্ষেত্রে স্কুলগুলোতে অধিক ভর্তির পাশাপাশি মোটা অংকের স্কুল ফান্ড তৈরী করাই বড় উদ্দেশ্য। মধবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীই কোন-রকম স্কুলে নাম লিখিয়ে লেখাপড়া চালিয়ে যাচ্ছে। অভিভাবক মহল মনে করেন–বেসরকারী স্কুলসমূহে শিক্ষার মান উন্নয়ন তদারকির পাশাপাশি ২ শিফট চালু এবং নতুন স্কুল প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হলে এই সমস্যা কেটে ওঠা সম্ভব। তৃতীয় সারির স্কুল-গুলোতে শিক্ষার মান বাড়ানোর লক্ষ্যে অভিজ্ঞ শিক্ষকদের নিয়ে পরিদর্শন টিম গঠন করা উচিত। প্রত্যেক স্কুলে শিক্ষক বাড়ানোর সাথে শিক্ষা উপ-করণ ও সুযোগ-সুবিধা বাড়াতে হবে।

SHEET — OF — SHEETS